২২/০৫/২০২৩খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিভাগীয় সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ মোঃ সাবিরুল ইসলাম
বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।

সভার স্থানঃ বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা এর সম্মেলন কক্ষ

সভার সময়ঃ বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে):

ক্রঃ নং	নাম, পদবী ও কর্মস্থল	স্বাক্ষর
০১	জনাব এস. এম সোহরাব উদ্দিন, অতিরিক্ত পরিচালক,কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা।	স্বাক্ষরিত
০২	জনাব মোঃ শাহরিয়াজ, বিপিএএ অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা।	স্বাক্ষরিত
০৩	জনাব আহসান উদ্দিন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা সার্কেল, বিএডিসি, ঢাকা	স্বাক্ষরিত
০৪	জনাব জি. এম. ফারুক হোসেন পাটওয়ারী, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা	স্বাক্ষরিত

সভাপতি উপস্থিত সদস্যগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুরোধক্রমে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক সভার আলোচ্য সূচি পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করেন।

বিষয়: অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ, ২০২৩

আলোচনা:

১.১ : সভায় সদস্য-সচিব জানান যে, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ০২/০৫/২০২৩খ্রি. তারিখের ১৩.০০.০০০০ .০৪৩.৩৫.০০১.২৩.৭১ নং স্মারক এবং সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকার ০২/০৫/২০২৩খ্রি. তারিখের ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৫৬১.২৩.৯৬নং স্মারকে ঢাকা বিভাগের ১৩টি জেলায় বোরো সংগ্রহ,২০২৩ মৌসুমে ধানের সর্বমোট লক্ষ্যমাত্রা ৫৮৮৫০ মেঃ টন পাওয়া যায়; যা আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা কার্যালয়ের ০২/০৫/২০২৩ খ্রি. তারিখের ১৩.০১.০০০০.০০০. ৪৫.০০২.২৩.৩১৮৪নং স্মারকে ঢাকা বিভাগের সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণকে অবহিত করা হয়েছে। অপরদিকে, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ০৩/০৫/২০২৩খ্রি. তারিখের ১৩.০০.০০০০. ০৪৩. ৩৫.০০১.২৩.৭৩ নং স্মারক এবং সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকার ০৩/০৫/২০২৩ খ্রি. তারিখের ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৫৬১.২৩.১০০নং স্মারকে ঢাকা বিভাগের ১৩টি জেলার বোরো সংগ্রহ,২০২৩ মৌসুমে সিদ্ধ চালের সর্বমোট লক্ষ্যমাত্রা ১,২৫,১৪৮ মেঃটন পাওয়া যায়; যা আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা কার্যালয়ের ০৩/০৫/২০২৩ খ্রি. তারিখের ১৩.০১.০০০০.০০০.৪৫.০০২ .২৩.৩১৯৮নং স্মারকে ঢাকা বিভাগের সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককে অবহিত করা হয়েছে। ঢাকা বিভাগের চলতি বোরো সংগ্রহ'২০২৩ মৌসুমে ধান ও সিদ্ধ চালের জেলাওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপঃ

ক্র:নং	জেলার নাম	লক্ষ্যমাত্রা (মেঃটন)		মন্তব্য
		ধান	সিদ্ধ চাল	
১	ঢাকা	৩৪৯১	৮৬৯২	
২	নারায়ণগঞ্জ	১৬০৯	৫৩২৯	
৩	নরসিংদী	৪৫১২	১৭৬৪	
৪	গাজীপুর	৩৬১৬	৫০৬২	
৫	মুন্সীগঞ্জ	১৯৭০	৬৪৪১	
৬	মানিকগঞ্জ	২৮২৪	৩৯০৪	
৭	কিশোরগঞ্জ	১৪৩০৩	২২০৫২	
৮	টাঙ্গাইল	১৫০০০	৩৮০০৯	
৯	ফরিদপুর	১৯৯৪	৭৯৫০	
১০	রাজবাড়ী	১০৪৯	৩৫০২	
১১	গোপালগঞ্জ	৪৭৮৮	১৩২০৬	
১২	মাদারীপুর	১৮৯৩	৮৭৩৩	
১৩	শরীয়তপুর	১৮০১	৫০৪	
	বিভাগের সর্বমোট=	**৫৮৮৫০**	১,২৫,১৪৮	

সিদ্ধান্ত:

(ক) সংগ্রহ নীতিমালা অনুযায়ী প্রকৃত উৎপাদক/কৃষকদের নিকট থেকে বিনির্দেশসম্মত বোরো, ২০২৩ মৌসুমে উৎপাদিত ধান সংগ্রহের লক্ষ্যে নিয়মিত জেলা খাদ্য সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভা আয়োজন করতে হবে।

(খ) কৃষি বিভাগের নিকট হতে প্রাপ্ত কৃষক তালিকার মধ্য থেকে উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির মাধ্যমে নির্বাচিত কৃষক তালিকা মোতাবেক প্রকৃত কৃষকের কৃষি উপকরণ সহায়ক কার্ড/জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাই করে সংগ্রহ নীতিমালা মোতাবেক বিনির্দেশসম্মত ধান ক্রয় সম্পন্ন করতে হবে।

(গ) যে সকল উপজেলায় কৃষক অ্যাপের মাধ্যমে ধান ক্রয় করা হবে সে সকল উপজেলায় খাদ্য বিভাগের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে কৃষকগণকে অবহিতপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কৃষক নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

(ঘ) উৎপাদক/কৃষকদের ধানের মূল্য WQSC এর মাধ্যমে সরাসরি সংশ্লিষ্ট কৃষকের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। ক্রয় কর্মকর্তা কর্তৃক সংগ্রহ করা ধান ও চালের মান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তা মূল্য পরিশোধ করবেন।

বাস্তবায়ন: আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা বিভাগ/ অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা

	ঢাকা বিভাগের ২০২৩ সনে ধানের আবাদকৃত জমির পরিমাণ **৮,৪৬,৮৯৪** হেক্টর। ধানের আকারে সম্ভাব্য উৎপাদন **৪৫,৯১,৯৮৩** মেঃটন। বোরো ধান এবং সিদ্ধ চাল সংগ্রহ কার্যক্রম ০৭ মে, ২০২৩ থেকে ৩১ আগষ্ট ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত চলবে। মিলারগণের সাথে চুক্তি সম্পাদনের সময়সীমা ০৭ মে, ২০২৩ হতে ১৮ মে, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত। ধান প্রতিকেজি ৩০/- এবং সিদ্ধ চাল প্রতিকেজি ৪৪/- টাকা সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সংগ্রহ নীতিমালা অনুযায়ী প্রকৃত উৎপাদক/কৃষকদের নিকট থেকে ২০২৩ মৌসুমে দেশে উৎপাদিত বিনির্দেশসম্মত ধান এবং চুক্তিকৃত মিলের নিকট থেকে চাল সংগ্রহ করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সদস্য-সচিব জানান, নিরাপত্তা মজুত গড়ে তোলার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ সরকারের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। এ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের জন্য সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। সরকারি নির্দেশনার আলোকে কৃষি বিভাগের নিকট হতে প্রাপ্ত তালিকার মধ্য থেকে উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি ২০২৩ সনে ধান উৎপাদনকারী প্রকৃত কৃষকের তালিকা প্রস্তুত করবেন। উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি উপজেলার ধান সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা, উৎপাদন ও সম্ভাবনা বিবেচনায় নিয়ে ইউনিয়নওয়ারী বিভাজন করবেন। উপজেলা কমিটি ধানের পরিমাণসহ নির্বাচিত উৎপাদক-কৃষকদের তালিকা সংশ্লিষ্ট সংগ্রহ কেন্দ্রে প্রেরণ করবে। এ তালিকায় অন্তভূক্ত কৃষকদের নিকট থেকে বিনির্দেশসম্মত ধান ক্রয় করা হবে। সংগ্রহ কেন্দ্রে কর্মকর্তা কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড/জাতীয় পরিচয়পত্রের ভিত্তিতে তালিকাভূক্ত কৃষকদের সনাক্ত করবেন। তালিকা বর্হিভূত কোন ব্যক্তি, ব্যবসায়ী বা ফড়িয়ার নিকট হতে ধান ক্রয় করা যাবে না। তবে এ বিষয়ে পরবর্তীতে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে। উৎপাদন/কৃষক কর্তৃক গুদামে সরবরাহকৃত ধানের মূল্য অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কৃষকের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। কৃষক/উৎপাদনক চিহ্নিতকরণের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি/কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড/কৃষক তালিকা প্রভৃতি প্রমানকের কপি সংরক্ষণের বিষয়েও আলোচনা হয়। তাছাড়া, যে সকল উপজেলায় কৃষক অ্যাপের মাধ্যমে ধান সংগ্রহ করা হবে সে সকল উপজেলায় খাদ্য বিভাগের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কৃষক নিবন্ধন সম্পন্নপূর্বক ধান সংগ্রহ করতে হবে। তাছাড়া কৃষকদেরকে গুদামে ধান বিক্রয়ে উৎসাহিত করার জন্য সহজ সরল ভাষায় ধানের বিনির্দেশ, পরিমাণ, মুল্য ও প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী উল্লেখ করে গ্রাম পর্যায়ে বড় বড় হাট-বাজারে, মাইকিং, ঢোল সহরত, ধর্মীয় উপসনালয় তথা মসজিদ, মন্দির, গির্জায় ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। আলোচনায় প্রকৃত কৃষক তালিকা প্রস্তুত এবং বৈধ চালকলের সাথে চুক্তি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। এ বিষয়ে জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে কৃষি বিভাগের সাথে সমন্বয়সহ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এর সাথে চুক্তিবদ্ধ চাল মালিকগণের নিকট হতে দ্রুত চাল সংগ্রহ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কোন জেলার অভ্যন্তরে সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয়/সমর্পণ করা প্রয়োজন দেখা দিলে তা সংগ্রহ নীতিমালার ৮ এর (খ) অনুচ্ছেদের আলোকে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক জেলা-উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির মাধ্যমে সমন্বয়/সমর্পণ করবেন। মাঠ পর্যায়ে কর্মরত জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলকে নিয়মিত ক্রয় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করতে হবে। কোনো অনিয়ম পাওয়া গেলে তাৎক্ষনিকভাবে দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ক্রয় কর্মকর্তার সংগ্রহ করা ধান ও চালের মান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তাকে মূল্য পরিশোধের আদেশ দিতে হবে। সংগ্রহকৃত পণ্যের মানে কোনো ত্রুটি পাওয়া ক্রয় কর্মকর্তার সাথে মুল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তাকেও দায়ী করা হবে। ধান-চালের খামাল নির্মাণ সমাপ্ত হলে কারিগরী খাদ্য পরিদর্শক কর্তৃক পরিদর্শন ও বিশ্লেষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে খাদ্য গুদমের ধারণক্ষমতা সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে প্রদত্ত লক্ষ্যমাত্রার পুরো ধান ও চাল সংগ্রহের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। বোরো সংগ্রহ বিষয়ে সরকারের সময় সময় জারীকৃত সকল নির্দেশাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। প্রয়োজনে বিভাগীয় সংগ্রহ কমিটির সদস্যবৃন্দ সংগ্রহ কার্যক্রম পরিদর্শন/পর্যবেক্ষণ করবেন। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে লক্ষ্যমাত্রার পুরো ধান-চাল সংগ্রহ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্ট গ্রহণ করতে আঞ্চলিক খাদ্যনিয়ন্ত্রকসহ জেলা-উপজলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটিকে অনুরোধ করা হয়।	(ঙ) মাঠ পর্যায়ে কর্মরত জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলকে নিয়মিত ক্রয় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করতে হবে। কোনো অনিয়ম পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (চ)সংগ্রহ সম্পর্কিত যে কোনো সমস্য সংগ্রহ নীতিমালার আলোকে জেলা ও উপজেলা সংগ্রহ কমিটিতে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। (ছ) চুক্তিকৃত চাল দ্রুত সংগ্রহের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (জ) বিনির্দেশসম্মত চাল সংগ্রহ করতে হবে। ধান-চালের খামাল নির্মাণ সমাপ্ত হলে কারিগরি খাদ্য পরিদর্শক কর্তৃক পরিদর্শেন ও বিশ্লেষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে। (ঝ) মাঠ পর্যায়ে কর্মরত জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলকে নিয়মিত ক্রয় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করতে হবে। কোনো অনিয়ম পাওয়া গেলে তাৎক্ষনিকভাবে দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (ঞ) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ধান-চাল সংগ্রহ নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্ট গ্রহণ করতে হবে। বরাদ্দ সমন্বয়/সমর্পণের প্রয়োজন হলে সংগ্রহ নীতিমিালা ৮ এর (খ) অনুচ্ছেদ মোতাবেক জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনে ঢাকা বিভাগে আন্তঃজেলা লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয় করবেন। (ট) জেলা ওয়েব পোর্টালে সংগ্রহের তথ্য আপলোড করতে হবে। (ঠ) কেউ যাতে অবৈধ মজুত করে সংগ্রহ কার্যক্রম ব্যহত তথা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করতে না পারে তা কঠোর মনিটরিং করতে হবে।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা বিভাগ

<table>
<tr>
<td>অভ্যন্তরীণ গম সংগ্রহ, ২০২৩</td>
<td>
১.২ : সভায় সদস্য-সচিব জানান চলমান সংগ্রহ মৌসুমে গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পাওয়া গিয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ৩০/০৪/২০২৩খ্রি. তারিখের ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০০২.২৩.৬৮নং স্মারক এবং সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকার ৩০/০৪/২০২৩খ্রি. তারিখের ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৫৫৯.২৩.৯৩ নং স্মারকে ঢাকা বিভাগের ১৩টি জেলায় ১৪৮৭৫ মেঃটন গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পাওয়া যায় যা, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা কার্যালয়ের ৩০/০৪/২০২৩ তারিখের ৩১৬৮নং স্মারকে ঢাকা বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকল জেলায় প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতিকেজি গমের সংগ্রহ মূল্য ৩৫/- (পঁয়ত্রিশ) টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সংগ্রহের সময়সীমা ০৭ মে ২০২৩ হতে ৩১ জুলাই,২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ধার্য করা রয়েছে। ঢাকা বিভাগের চলতি গম সংগ্রহের আওতায় জেলাওয়ারী গমের আবাদকৃত জমির পরিমাণ, উৎপাদন এবং লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><th>ক্রঃ নং</th><th>জেলার নাম</th><th>সংশ্লিষ্ট জেলার কৃষি বিভাগ থেকে প্রাপ্ত ২০২৩ সনে গমের সম্ভাব্য আবাদি জমির পরিমাণ (হেক্টরে)</th><th>সংশ্লিষ্ট জেলার কৃষি বিভাগ থেকে প্রাপ্ত ২০২৩ সনের সম্ভাব্য গম উৎপাদনের পরিমাণ (মেঃটন)</th><th>২০২৩ সনে গমের প্রাপ্ত লক্ষ্যমাত্রা (মেঃ টন)</th></tr>
<tr><td>১</td><td>ঢাকা</td><td>৫৩</td><td>১৫৯</td><td></td></tr>
<tr><td>২</td><td>নারায়ণগঞ্জ</td><td>৪৫</td><td>১৫৪</td><td></td></tr>
<tr><td>৩</td><td>নরসিংদী</td><td>৮৯</td><td>২৬৯</td><td></td></tr>
<tr><td>৪</td><td>গাজীপুর</td><td>৩৮</td><td>১১৩</td><td></td></tr>
<tr><td>৫</td><td>মুন্সীগঞ্জ</td><td>৫৩</td><td>১৫৪</td><td></td></tr>
<tr><td>৬</td><td>মানিকগঞ্জ</td><td>৩৬৮</td><td>১২৮৩</td><td></td></tr>
<tr><td>৭</td><td>কিশোরগঞ্জ</td><td>১৩৫০</td><td>৪৩১৯</td><td>৩৬৫</td></tr>
<tr><td>৮</td><td>টাঙ্গাইল</td><td>৪৬৪০</td><td>১৫২১৭</td><td>১২৯৪</td></tr>
<tr><td>৯</td><td>ফরিদপুর</td><td>১৯৫৩৫</td><td>৬৪৪৬৬</td><td>৫৬১৭</td></tr>
<tr><td>১০</td><td>রাজবাড়ী</td><td>১২৯৫০</td><td>৩৮৮৫০</td><td>৩৩০৩</td></tr>
<tr><td>১১</td><td>গোপালগঞ্জ</td><td>৫৩৪৪</td><td>১৭১০১</td><td>১৪৫৪</td></tr>
<tr><td>১২</td><td>মাদারীপুর</td><td>৫৪১৫</td><td>১৮৯৫২</td><td>১৬১১</td></tr>
<tr><td>১৩</td><td>শরীয়তপুর</td><td>৪৪৫৮</td><td>১৪৪৭৫</td><td>১২৩১</td></tr>
<tr><td colspan="2">বিভাগের সর্বমোট=</td><td>৫৪৩৩৮</td><td>১৭৫৫১১</td><td>১৪,৮৭৫</td></tr>
</table>
সংগ্রহ নীতিমালা অনুযায়ী প্রকৃত উৎপাদন/কৃষকদের নিকট থেকে ২০২৩ মৌসুমে দেশে উৎপাদিত বিনির্দেশসম্মত গম সংগ্রহ করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। তিনি দ্রুত কৃষক তালিকা উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির নিকট হস্তন্তর করাসহ কৃষকদের অবহিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতির মাধ্যমে অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকাকে অনুরোধ করেন। সভাপতি অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকাকে এ বিষয়ে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করেন।
তিনি নীতিমালা অনুযায়ী গম সংগ্রহের ক্ষেত্রেও ধান সংগ্রহের অনুরূপ কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়টি সভা উপস্থাপন করেন।
</td>
<td>সংগ্রহ নীতিমালা অনুযায়ী প্রকৃত উৎপাদক/কৃষকদের নিকট থেকে বিনির্দেশসম্মত দেশে উৎপাদিত ২০২৩ মৌসুমের গম সংগ্রহ করতে হবে। কৃষি বিভাগ দ্রুত খাদ্য বিভাগকে কৃষক তালিকা হস্তান্তর করবেন। তাছাড়া ধান-চাল সংগ্রহের অনুরূপ অন্যান্য গৃহীত সিদ্ধন্তসমূহও গম সংগ্রহ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।</td>
<td>আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা বিভাগ /অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা</td>
</tr>
<tr>
<td>বিবিধ</td>
<td>২ : বর্তমানে ঢাকা বিভাগের আওতাধীন খাদ্যগুদামসমূহের কার্যকরি ধারণ ক্ষমতা ২,২৫,৬০০ মে.টন। বর্তমানে ২২/০৫/২০২৩ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত এ বিভাগে খাদ্যশস্য মজুত আছে ১,৯৯,১০৯ মেঃটন। চলমান ধান-চাল, গম সংগ্রহের আওতায় ১৯৮৮৭৩ মেঃটন খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে হবে। ঢাকা বিভাগের উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় চলাচল সূচির মাধ্যমে দেশের অন্যান্য বিবাগে প্রেরণ করে পর্যায়ক্রমে খালি জায়গা সৃষ্টির মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার সর্বাত্মক প্রচেষ্ট গ্রহণ করতে হবে মর্মে সভায় আলোচনা হয়। সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সংগ্রহ ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য অনুরোধ করা হয়।</td>
<td>(ক) অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রার অর্জনের স্বার্থে বিভাগের খালি জায়গা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভাগের উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য পর্যায়ক্রমে চলাচল সূচির মাধ্যমে অন্যত্র প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(খ) সার্বিক কার্যক্রম স্বাস্থ্যবিধি মেনে সম্পন্ন করতে হবে।</td>
<td>আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা বিভাগ</td>
</tr>
</table>

অতঃপর সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ সাবিরুল ইসলাম)
বিভাগীয় কমিশনার
ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
ও
সভাপতি
বিভাগীয় সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি
ঢাকা বিভাগ।

২৫.০৫.২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ঢাকা
২৯৯, পশ্চিম জুরাইন (নতুন রাস্তা),
শ্যামপুর, ঢাকা-১২০৪
www.food.dhakadiv.gov.bd

স্মারক নং- ১৩.০১.০০০০.২০৫.৪৫.০০৪.২৩- ৩৬২ তারিখঃ ২৪/০৫/২০২৩ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি/অবগতি ও কার্যার্থেঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ঢাকা।
২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক (গ্রেড-১), খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
৬। পরিচালক, সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক)/ (রাজস্ব), ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
৮। জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা খাদ্য সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি..................(সকল, ঢাকা বিভাগ)
৯। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা সার্কেল, বিএডিসি, ঢাকা
১১। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক,ঢাকা/নারায়নগঞ্জ/নরসিংদী/গাজীপুর/মুন্সিগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/কিশোরগঞ্জ/টাংগাইল/ ফরিদপুর/রাজবাড়ী/গোপালগঞ্জ/মাদারীপুর/শরিয়তপুর।
১২। অফিস কপি।

২৫.০৫.২০২৩
জি. এম. ফারুক হোসেন পাটওয়ারী
আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা
ও
সদস্য-সচিব
বিভাগীয় সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি
ঢাকা বিভাগ।